পলিসি ব্রিফ

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৪৩

২৯ আগস্ট ২০১৬

ভূমিকা

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা তথা সুশাসন ও গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (ওসিএজি)। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ-ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং আর্থিক অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সিএজি কার্যালয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় ২০১৫ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এই কার্যালয়ের ওপরে একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করে, যার প্রতিবেদন ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ প্রকাশিত হয়। উক্ত গবেষণায় সিএজি কার্যালয়ের বিভিন্ন আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা এবং বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতিসহ অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য উঠে আসে। এ প্রেক্ষিতে এই পলিসি ব্রিফের মাধ্যমে টিআইবি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ উপস্থাপন করছে।

স্বল্প মেয়াদী সুপারিশ

ক্রম	সুপারিশ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
১.	সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে অবিলম্বে প্রস্তাবিত নিরীক্ষা আইন অনুমোদন নিশ্চিত করতে হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়/ জাতীয় সংসদ
২.	একই প্রক্রিয়ায় দ্রুত ওসিএজির প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগের বিধিমালার অনুমোদন দিতে হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়
৩.	সিএজি নিয়োগসহ এই কার্যালয়ের সকল নিয়োগ দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে।	মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সিএজি কার্যালয়
৪.	ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্সে সিএজিকে উচ্চ আদালতের বিচারপতির সমমর্যাদা দিতে হবে। ডিসিএজি সিনিয়র ও এডিজি (ফিন্যান্স) রেলওয়ে ও ডিজি ফিমাকে গ্রেড ১ এবং মহা পরিচালকদের গ্রেড ২ এ উন্নীত করতে হবে। একই সাথে অন্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্রেডের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ ও অর্থ মন্ত্রণালয়
৫.	বাজেট ও নিয়োগসহ সকল বিষয়ে ওসিএজিকে সাংবিধানিকভাবে প্রদত্ত ক্ষমতার কার্যকর প্রয়োগে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয় ও সিএজি কার্যালয়
৬.	ওসিএজির কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিমসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য এ কার্যালয়ে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা সমৃদ্ধ ও কার্যকর করতে হবে।	সিএজি কার্যালয়
৭.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাল পারফরমেন্সের জন্য পুরস্কার বা প্রণোদনার ব্যবস্থা করা ও দুর্নীতিসহ বিধি-বহির্ভূত কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।	সিএজি কার্যালয়

৮.	নিরীক্ষা প্রতিবেদন কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য সুনির্দিষ্ট সময় সীমা নির্ধারণ করতে হবে। নিরীক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য সিএজি কার্যালয়ের বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ে নিরীক্ষা কাজ সম্পাদনের জন্য জবাবদিহিতা, তত্ত্বাবধান ও ফলোআপ জোরদার করতে হবে।	সিএজি কার্যালয়
৯.	রাষ্ট্রপতির নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা প্রদানের সুনির্দিষ্ট সময় সীমা নির্ধারণ ও কার্যকর করতে হবে।	সিএজি কার্যালয়
১০.	সিএজি কার্যালয়ের অভিযোগ সেলের কার্যক্রম সম্পর্কে ওয়েবসাইটের পাশাপাশি সরাসরিভাবে সরকারি কার্যালয়গুলোকে জানাতে হবে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	সিএজি কার্যালয়
১১.	সিএজি কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের বিবরণ প্রকাশ ও বাৎসরিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে এবং বৈধ আয়ের সাথে অসামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়ায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।	সিএজি কার্যালয়
১২.	নিরীক্ষায় প্রাপ্ত দুর্নীতির তথ্য ওসিএজির ওয়েবসাইটে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করতে হবে। রাষ্ট্রপতির নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করার পর অবিলম্বে জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রতিবেদনের তথ্য ওয়েবসাইট ও গণমাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।	সিএজি কার্যালয়

মধ্যম মেয়াদী সুপারিশ

ক্রম	সুপারিশ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
১৩.	বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও বড় আকারের দুর্নীতির তথ্যগুলো আলাদাভাবে সিএজি কার্যালয় কর্তৃক সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (পিএসি)'র নিকট উপস্থাপন করা উচিত যাতে পিএসি এই দুর্নীতির জন্য দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য সুপারিশ করতে পারে।	সিএজি কার্যালয়, পিএসি ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
১৪.	ওসিএজির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয়তা ও প্রযোজ্যতার যথার্থ মূল্যায়ন সাপেক্ষে এ প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এ প্রকল্পগুলোর বিশেষজ্ঞ পরামর্শক ও কর্মী নিয়োগের জন্য নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।	সিএজি কার্যালয়
১৫.	মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা কাজের গতি বৃদ্ধি করার জন্য ক্যাডার কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং গুণগত মান নিশ্চিতে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	সিএজি কার্যালয়
১৬.	স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরকে দুটি আলাদা অধিদপ্তরে ভাগ করতে হবে।	সিএজি কার্যালয়
১৭.	জরুরি কার্যক্রমের (ক্রাশ প্রোগ্রাম) মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের পুরোনো নিরীক্ষা আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।	পিএসি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সিএজি কার্যালয়

১৮.	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে সিএজি কার্যালয়ের অনলাইন সংযোগসহ কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতা থাকতে হবে যাতে সিএজি কার্যালয় কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যয়গুলোকে চিহ্নিত করা যায়।	সিএজি কার্যালয় ও সিজিএ কার্যালয়
১৯.	যথাযোগ্য নীতিমালা তৈরি করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সহায়তা গ্রহণ ও পরীক্ষামূলকভাবে সুখ্যাতিসম্পন্ন বেসরকারি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিচালনা করাতে হবে।	অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সিএজি কার্যালয়

দীর্ঘ মেয়াদী সুপারিশ

ক্রম	সুপারিশ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
২০.	সরকারি খাতে অর্থ ব্যয় ও হিসাবের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিধি ও গভীরতা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়গুলোতে দক্ষ জনবলের সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা শাখা খুলতে হবে, এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়
২১.	সরকারি সম্পদ ব্যবহারে ভ্যালু ফর মানি নিশ্চিতে নিয়মানুবর্তী নিরীক্ষার পাশাপাশি পারফরমেন্স নিরীক্ষার চর্চা প্রতিষ্ঠা করার কৌশল তৈরি করতে হবে এবং এর জন্য ধীরে ধীরে জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।	সিএজি কার্যালয়

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
টেলিফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www. ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www. facebook.com/TIBangladesh